রবীন্দ্রনাথ : প্রতিভার মহীরুহের ভেতর থেকে প্রবাহিত প্রতিক্রিয়াশীলতার বিষধারা।

রবীন্দ্রনাথ তার রচনায় তীব্রগভীর মানবিক আবেগের শরীরে পড়ি'য়ে দিয়েছেন অভাবীত শিল্প নিপূনতার বুননে গাথা ভাষার পোষাক ; মানুষের সাথে বিশ্বপ্রপঞ্চের যারপরনাই ঐকতানিক মিলন এমন তীব্রভাবে কোন সাহিত্যিক ঘটাতে পারেনি। বিশ্ব-মানবগীতিকালোকের ঐকতানিক সুর তার রচনা থেকে ধ্বনিত হয়ে প্লাবিত ক'রে দিয়েছে শীল্পকলামোদীদের চেতনা আনন্দের জোয়ারে; কিন্তুমানব প্রজাতীর এই -শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিটি দারুন ভাবে হতাশ করেছে মানবতাবাদি মুক্তচিন্তা চর্চাকারীদের। তিনি যদি প্রথাগত বিশ্বাসকে মহিমান্বিত করার কাজে মেধার অপচয় না করে রহস্যমুক্ত সত্য উদঘাটনে চালীত করতেন নিজের মননশীলতাকে , তবে তার প্রতিভার শিখার ভিবায় আধুনিক বাঙালী সমাজের হৃদয় প্লাবিত হতো ; এমনভাবে অপচয় হতোনা এমন উজ্জল সৃষ্ঠিশীল প্রতিভার । বাংগালী শিক্ষিত সমাজ গভীর ভাবে অনুপ্রাণীত হতেন রহস্যমুক্ত সত্য উদঘাটনের মুক্ত চিন্তায়। একথা ঠিক যে তিনি ছিলেন আপাদশীর মানবতাবাদী, তবে হয়তো ভীত ছিলেন যে সেকুলার চিন্তা তার রচনাকে আশ্রয় করলে প্রথাগত পাঠক সমাজ তা প্রত্যাখান করবে; তখনো বাঙ্গালী পাঠক সমাজ প্রথায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেই স্বস্তিপেত; শিল্প সাহিত্যের সকল অংগনে দেখতে পছন্দ করতেন প্রথার শীল্প সৌন্দর আবেগিক রযে অবস্থা থেকে আজো আমরা মুক্ত নই। রবীন্দ্রনাথের স্রেষ্ঠ উপন্নাস 'গোরাায়' ধরা পড়ে নাস্তিক তার প্রতি তার শ্রদ্ধার রূপটি; বিনোদ বাবুর চারিত্রিক দৃঢ়তা , সহনশীলতা, সত্যবাদীতা, সবমিলিয়ে বিনোদবাবুকে একজন খাটি আধুনিক সৎ সত্তায় রূপায়ন; অপরদিকে গোরা র অন্ধ ধম ও স্বজাতী দ্বাম্ভীকতার আপাতদৃর অটল অহমিকাকে বিনোদ বাবুর নীতির কাছে নিশেঃষ আত্মসমর্পন করানো দ্ব্যথহীন ভাবে তাই প্রতিপন্ন করে। চলবে।

শাহাদাত